হরিণাকুন্ডুতে বীর মুক্তিযোদ্ধা রইস উদ্দীন খলিফাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে বীর মুক্তিযোদ্ধা রইস উদ্দীন খলিফা (৯৩)’র লাশ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হয়েছে।

সোমবার দুপুর ২টায় উপজেলার গুড়পাড়া ভাতুড়িয়া গ্রামের জামে মসজিদ মাঠে জানাজার নামাজ এবং দাফন সম্পন্ন করা হয়।
জানাজায় উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক মেয়র সাইদুল করিম মিন্টু। জানাজা শুরুর আগে তাঁকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় গার্ডঅফ অর্নার প্রদান করা হয়।

smart

এসময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) সেলিম রেজা, হরিণাকুন্ডু উপজেলা চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর হোসাইন, শৈলকূপা উপজেলা চেয়ারম্যান আব্দুল হাকিম, জেলা আওয়ামী লীগের ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক আনিচুর রহমান খোকা, মহেশপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সাজ্জাদ হোসেন, ঝিনাইদহ জেলা আাইনজীবী সমিতির সভাপতি রবিউল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক সামছুজ্জামান লাকী, পিপি ইসমাইল হোসেন, হরিণাকুন্ডু উপজেলার সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার রেজাউল করিম গেন্দা। কাপাশহাটীয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শরাফত দৌলা ঝন্টু, সাগান্না ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোজাম্মেল হোসেন, দৌলতপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদসহ জেলা উপজেলা পর্যায়ের বীরমুক্তিযোদ্ধা ও আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ।

বীর মুক্তিযোদ্ধা রইস উদ্দীন ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী যুব মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. সালমা ইয়াসমিনের পিতা।

বীর মুক্তিযোদ্ধা রইস উদ্দীনের কফিনে রাষ্ট্রের পক্ষে গার্ড অফ অর্নার প্রদান করেন হরিণাকুন্ডু উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি)

তানভীর আহমদ।

মৃত্যু কালে তিনি স্ত্রী, তিন কন্যা এবং এক পুত্রসহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে গেছেন।

ঝিনাইদহের সাবেক এমপি মশিউর রহমানের বর্ণাঢ্য জীবনের অবসান

বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও ঝিনাইদহ-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মশিউর হমান আর নেই (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন)। মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে ঝিনাইদহ শহরের গীতাঞ্জলী সড়কের নির্জন বাসার দরজা ভেঙ্গে তার মৃতদেহ উদ্ধার করে পরীক্ষার জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডাঃ ছোঁয়া ইসরাইল স্বজনদের জানান অনেক আগেই তার মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুকালে মশিউর রহমানের বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। তিনি স্ত্রী, দুই ছেলে ও এক কন্যা সন্তান রেখে গেছেন। দুপুর ১২টার দিকে সাবেক এই সংস্যদের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে শোকে স্তদ্ধ হয়ে যায় ঝিনাইদহ শহর। লাশ দেখতে দলমত নির্বিশেষে মানুষ ছুটতে থাকেন তার ক্যাসেল ব্রীজ সংলগ্ন নতুন বাড়িতে। এ সময় পুলিশ ও দলীয় নেতাকর্মীদের ভীড় সামলাতে হিমশিম খেতে হয়। পারিবারিক সিদ্ধান্ত মোতাবেক তার জানাজার প্রথম নামাজ অনুষ্ঠিত হবে বুধবার সকাল ১১ ঝিনাইদহ সরকারী বালক বিদ্যালয় মাঠে এবং দ্বীতিয় জানাজার নামাজ বাদ জোহর তার নিজ গ্রাম হরিণাকুণ্ডুর কন্যাদহে অনুষ্ঠিত হবে বলে বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক মেয়র আব্দুল মালেক গণমাধ্যম কর্মীদের জানান। গাড়ি চালক নাজমুল হাসান বাধন জানান, মঙ্গলবার সকাল ৮টার দিকে মশিউর রহমান তার অসুস্থতার কথা জানিয়ে দ্রুত বাসায় আসতে বলেন। বাঁধন সকাল সাড়ে ৮টার দিকে ঝিনাইদহ শহরের গীতাঞ্জলী সড়কের বাসায় এসে ডাকাডাকি করতে থাকেন। সকাল সাড়ে ১১টার দিকে মশিউর রহমানের ছোট ভাই আসাদুজ্জামান, প্রতিবেশি ও পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান শেখর, পাপপু সাহা ও ম্যানেজার বকুল হোসন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ঘরের দরজা ভেঙ্গে দেখেন সোফার উপর মশিউর রহমানের নিথর দেহ পড়ে আছে। ইজিবাইকযোগে

দ্রুত তারা ঝিনাইদহ সদর হাসপাতলে নিয়ে গেলে জরুরী বিভাগে দায়িত্বরত চিকিৎসক ছোঁয়া ইসরাইল জানান অনেক আগেই তার মৃত্যু ঘটেছে। মশিউর রহমানের বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে জানা গেছে, তিনি ঝিনাইদহ হরিণাকুন্ডু উপজেলার চাঁদপুর ইউনিয়নের কন্যাদহ গ্রামে জন্ম গ্রহন করেন। মসিউর রহমান ৭ম শ্রেনীর ছাত্রাবস্থায় বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের রাজনীতির সাথে জড়িয়ে আয়ুব খান বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহন করে। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তিনি ভারতের বিহার রাজ্যের চাকুলিয়া থেকে ট্রেনিং নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েন। পরবর্তী শহীদ জিয়াউর রহমানের প্রতিষ্ঠা করা বিএনপিতে যোগদান করেন। ১৯৭৭ সালে অল্প বয়সে তিনি হরিণাকুন্ডুর চাঁদপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত পরপর তিনবার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে চমক সৃষ্টি করেন। ১৯৮৭ সালে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে জড়িত থাকায় ৭ মাস কারাভোগ করেন। ১৯৭৯ সালে বিএনপির মনোনয়নে জাতীয় সংসদ সদস্য পদে লড়াই করে করে পরাজিত হন। সারা দেশে বিএনপির তিন’শ আসনের প্রার্থীদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ প্রার্থী। মশিউর রহমান ১৯৯১, ১৯৯৬, ১৯৯৬ এবং ২০০১ সালে ঝিনাইদহ-২ আসন থেকে বিএনপির প্রার্থী হিসেবে তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। সংসদ সদস্য থাকাবস্থায় তিনি বিরোধী দলীয় হুইপ, স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কমিটি ও কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির দায়িত্ব পালন করেন। মশিউর রহমান ১৯৭০ সালে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে গ্রেফতান হন এবং কয়েক মাস কারাবরণ করেন। ১৯৭১ সালে ৮ নং সেক্টরে হরিণাকুন্ডু থানা কমান্ডার হিসেবে তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় মশিউর রহমান ঝিনাইদহ, হরিণাকুন্ডু, শৈলকুপা, কুষ্টিয়া ও আলমডাঙ্গা উপজেলার বিভিন্ন স্থানে গেরিলা যুদ্ধে অংশ নেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর জেলা মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র জমা নেওয়ার জন্যে ঝিনাইদহ আনসার ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধাদের ঐক্যবদ্ধ করতে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন ও সরকারী ভাবে মিলিশিয়া বাহিনী গঠন করেন। তিনি উক্ত ক্যাম্পের কমান্ডার নিযুক্ত হন। স্বাধীনতা পরবর্তী ঝিনাইদহে মুক্তিযোদ্ধাদের ঐক্যবদ্ধ করে তিনি জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ গঠন করেন এবং উক্ত সংসদের দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৮ সালের ১৪ই ডিসেম্বর দূনীতির অভিযোগে মশিউর রহমানের নামে দূর্নীতি দমন কমিশন মামলা দায়ের করে। ২০১৭ সালের অক্টোবরে যশোরের বিশেষ জজ আদালত অভিযোগ প্রমাণ হওয়ায় তাকে ১০ বছরের কারাদন্ড, জরিমানা ও তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে রায় প্রদান করেন। পরবর্তীতে তিনি

উচ্চ আদালত থেকে জামিনে মুক্তি পান। মসিউর রহমানের স্ত্রী মাহবুবা রহমান শিখা পেশায় একজন আয়কর আইনজীবী। এই দম্পতির শামীম রহমান শিমু, ডাঃ ইব্রাহীম রহমান, শোয়াইব রহমান নামে তিন সন্তান রয়েছে। তথ্য নিয়ে জানা গেছে, টানা চারবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে তিনি ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু উপজেলায় প্রথম বিসিএস নার্স ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন করেন। এছাড়া তিনি ঝিনাইদহ শহরে নাসিং ইন্সটিটিউট, সরকারী শিশু হাসপাতাল, চক্ষু হাসপাতাল, ডায়াবেটিক হাসপাতাল, ম্যাটস, হেলথ টেকনোলজি, খাবার স্যালাইন ফ্যাক্টরী, ভেটেরিনারি কলেজ, ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালকে ৫০ শয্যা থেকে ১০০ শয্যায় উন্নীত, করোনারী কেয়ার ইউনিট, বিভিন্ন ইউনিয়নে একাধিক কলেজ, স্কুল ও মাদ্রাসা স্থাপন করে নজীর স্থাপন করেন। মশিউর রহমানের মৃত্যুর খবর পেয়ে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য ও তার রনাঙ্গনের বন্ধু মোঃ আব্দুল হাই ও সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মকবুল হোসেন মৃতদেহ দেখতে ছুটে আসেন। হাজারো দলীয় নেতাকর্মী ও শুভান্যুধায়ী এছাড়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীরা মশিউর রহমানের মৃতদেহ এক নজর দেখতে তার বাড়িতে ভীড় জমান।

মেহেরপুরে বীর মুক্তিযোদ্ধার বাড়ি অবরুদ্ধ করে রাখার অভিযোগ প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে

প্রতিবেশীর অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে উঠেছেন বলে অভিযোগ করেছেন মেহেরপুর শহরের নারী বীর মুক্তিযোদ্ধা বেগম সালেহার পরিবার।

মুক্তিযোদ্ধা বেগম সালেহাকে বিভিন্নভাবে হুমকী ধামকী দেয়াসহ মেহেরপুর পৌরসভার রাস্তা তার বাড়ির গেট ও জানালার পাশে ইটের স্তুপ জড়ো করে রেখেছে বলে অভিযোগ করেছেন ওই পরিবারটির বিরুদ্ধে।

সূরাহা পেতে মেহেরপুর পুলিশ সুপার, পৌরসভার মেয়রসহ নানা যায়গায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।

মুক্তিযোদ্ধা বেগম সালেহা জানান, আমার পরিবারে আমার ছেলেসহ মাত্র ৪ জন লোক। চাকুরির সুবাদে ছেলে স্কুলে চলে যায়। বাড়িতে থাকি শুধু আমি আর আমার বৃদ্ধ স্বামী।

আমার প্রতিবেশি শহরের ওষধ ব্যবসায়ী আনারুল ইসলাম, তার স্ত্রী জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য সামিউন বাশিরা পলি এবং তার লোকেরা আমার পরিবারের উপরে চরম অত্যাচার ও মানষিক নির্যাতন করেন।

এব্যাপারে আনারুল ইসলাম মিয়া বলেন, এই পথটি আমার নিজের কেনা জমির উপরে। আমার স্ত্রী জেলা পরিষদের সদস্য হওয়ায় তার অনুরোধে রাস্তাটি নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া রাস্তাটি জেলা পরিষদ থেকে অচিরেই পাকাকরণ করা হবে। মুক্তিযোদ্ধা সালেহা নিজের বাড়ির সামনের সরকারি যায়গা অটো গ্যারেজ করে ভাড়ায় দিয়ে আমার নিজের জমির পথ নেওয়ার জন্য ফ্যাসাদ করছেন।

আনারুল ইসলাম মিয়ার স্ত্রী জেলা পরিষদের সদস্য সামিউন বাসিরা পলি বলেন, তার বাড়ির সামনে দিয়ে পথ থাকলেও সে আমার জমির পথ দিয়ে হাটার জন্য দীর্ঘদিন যাবৎ মামলা মোকদ্দমাসহ নানা ফ্যাসাদ করে আসছেন। সে ডিসি, এসপি, ওসি, এ্যাসিল্যান্ড এমন কেও নেই যাদেরকে এখানে আনেনি।কিন্তু কোনো সুরাহা হয়নি। ওই পথে আরো যায়গা থাকতে মুক্তিযোদ্ধার ঘরের দরজা ও জানালার পাশে ইটের স্তুপ জড়ো করেছেন কেনো এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন আমি অল্পদিনেই রাস্তা ছেড়ে দেবো।

মেহেরপুরে মুক্তিযোদ্ধা সাদেক হোসেন জানাযা সম্পন্ন

মেহেরপুর সদর উপজেলার বন্দর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সাবেক সাংবাদিক আবু লায়েছ লাভলুর পিতা বীর

মুক্তিযোদ্ধা সাদেক হোসেন (৮০) ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১১ টার দিকে সদর উপজেলার বন্দর গ্রামে তার নিজ বাড়িতে বার্ধক্য জনিত কারনে মারা যান তিনি।
মৃত্যুকালে তার স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে, নাতি, নাকনি, আত্মীয় স্বজন রয়েছেন।

আজ শুক্রবার (২ সেপ্টেম্বর) সকাল দশটার সময় বন্দর গ্রামের গোরস্থান সংলগ্ন ঈদগা মাঠে জানাজা শেষে দাফন করা হবে। এসময় তাকে রাষ্ট্রিয় মর্যাদায় গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়।

বীর মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যুতে মেহেরপুর জেলার সকল সাংবাদিক, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তি শোক প্রকাশ করেছেন।

চুয়াডাঙ্গায় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ডিজিটাল সার্টিফিকেট ও স্মার্ট আইডি কার্ড বিতরন

চুয়াডাঙ্গায় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ডিজিটাল সার্টিফিকেট ও স্মার্ট আইডি কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। এ উপলক্ষে শনিবার সকাল সাড়ে ১০টায় জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা ও মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে ডিজিটাল সার্টিফিকেট ও স্মার্ট আইডি কার্ড তুলে দেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার টোটন। অনুষ্ঠানে জেলার ১০৩ জন বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ডিজিটাল

সার্টিফিকেট ও স্মার্ট আইডি কার্ড বিতরণ করা হয়।

এছাড়া মারা যাওয়া ১৫৭ জন মুক্তিযোদ্ধার পরিবারের সদস্যদের হাতে শুধুমাত্র ডিজিটাল সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন বলেন, অনেক দেরিতে হলেও আমরা ডিজিটাল সার্টিফিকেট ও স্মার্ট আইডি কার্ড হাতে পেলাম। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আছে বলেই এটা সম্ভব হয়েছে।

হরিণাকুণ্ডুতে বীর মুক্তিযোদ্ধার ইন্তেকাল

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু পৌরসভার সাবেক কাউন্সিলর ও বীর মুক্তিযোদ্ধা সাকের আলী মারা গেছেন। (ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাহি রাজিউন)।

সোমবার (২০ জুন) সকাল সাড়ে ৭ ঘটিকার সময়ে মারা যান তিনি। বীর মুক্তিযোদ্ধা সাকের আলীর মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিলো (৭০) বছর। তার বাড়ি হরিণাকুন্ডু উপজেলার বৈঠাপাড়া গ্রামে।

বেলা ৩ টায় তাকে তার নিজ বাসভবন প্রাঙ্গনে রাষ্টীয় মর্যাদায় গার্ড অফ অনার প্রদান করে উপজেলা প্রশাসন।

পরে মরহুমের নামাজের জানাজা শেষে পারিবার কবরস্থানে দাফন করা হয়।

একটি পুলিশ সদস্যদের গার্ড অফ অনার প্রদানের সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুস্মিতা সাহা। উপস্থিত ঠিলেন ইউপি চেয়ারম্যান কামাল হোসেন,শরাফত দৌলা ঝন্টু, বীর মুক্তিযোদ্ধা ঝিনাইদহ জেলা সাবেক কমাণ্ডার রেজাউল ইসলাম গেন্দা,বীর মুক্তিযোদ্ধা হরিণাকুণ্ডু উপজেলা সাবেক কমাণ্ডার মহী উদ্দীন মাষ্টার,বীর মুক্তিযোদ্ধা তাহাজ উদ্দীন, বীর মুক্তিযোদ্ধা জামাল হোসেন,বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল হোসেন, বিজিবি হাবিলদার মোশারফ হোসেন,হোসেন সহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ সহ আরও

অনেকেই ।

মুক্তিযোদ্ধা সাকের আলীর স্ত্রী ১ ছেলে এবং ৩ কন্যা সন্তান রেখে গেছেন।